

৫৬ ইউনিভার্সিটি নিয়ে ফের তদন্ত করবে ইউজিসি

সাথীয়া খান

অবৈধভাবে স্থাপিত ও পরিচালিত ৫৬ ইউনিভার্সিটি নিয়ে আবার তদন্ত করবে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)। আগামী সপ্তাহে এ তদন্ত শুরু হবে। মঞ্জুরি কমিশন যে মাসে ৫৬টি ইউনিভার্সিটির শাখাকে অবৈধ ঘোষণা করে একটি তালিকা প্রকাশ করে। সম্ভ্রুতি তালিকাভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও মাওলা,

কিশোরগঞ্জ, কালকান্দিয়া বৈশ্ব কিত্ত জেলায় আরো ১৮টি অবৈধ ইউনিভার্সিটির সন্ধান পেয়েছে কমিশন। এ অবস্থায় ৫৬টি ইউনিভার্সিটিসহ অভিজুক্ত অন্যান্য ইউনিভার্সিটির কার্যক্রম তদন্ত করবে ইউজিসি। তবে কাদের নিয়ে কমিটি গঠিত হবে এবং কে কমিটি প্রধান হবেন তা এখনো নির্ধারিত হয়নি।



৫৬ ইউনিভার্সিটি নিয়ে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

ইউজিসি সূত্র জানায়, প্রথমবার তালিকা প্রকাশের পর সরাসরি কোনো অ্যাকশনে যাওয়া হয়নি। কিন্তু দ্বিতীয়বার তদন্তে অবৈধ প্রমাণিত হলে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে। এমনকি তাদের বিরুদ্ধে শাস্তির ব্যবস্থাও নেয়া হতে পারে। সে সব ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীদের কি হবে- এ প্রশ্নের উত্তরে ইউজিসি চেয়ারম্যান প্রফেসর নজরুল ইসলাম বলেন, আমরা শিক্ষার্থীদের বিষয়টি ভেবে দেখবো। তবে মুষ্টিমেয় লোকের জন্য প্রত্যাহিত শিক্ষার্থীদের দায়ভার সরকার নিতে পারে না। তালিকা প্রকাশের পর আমেরিকার সি ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, ইউনিভার্সিটি অফ নিউকাসল ও ডিস্টোরিয়া ইউনিভার্সিটির পক্ষ থেকে কমিশনের এ ঘোষণার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে হাই কোর্টে একটি রিট পিটিশন করে। তাদের সঙ্গে আইনগত লড়াইও

করবে কমিশন।

এছাড়া ভূইয়া একাডেমীসহ বৈশ্ব কিত্ত প্রতিষ্ঠান কমিশনকে ছানিয়েছে, তারা ইউনিভার্সিটি নয়, কোচিং বা রিক্রুটিং সেন্টার হিসেবে কাজ করছে। এ ব্যাপারে চেয়ারম্যান বলেন, অনেক প্রতিষ্ঠানই বাণিজ্য মহাগ্যালয়, শিক্ষা মহাগ্যালয় থেকে অনুমোদন বা মিউনিসিপাল ট্রুড লাইসেন্সের মাধ্যমে শিক্ষা নিয়ে ব্যবসা করছে। কিন্তু কোচিংয়ের অনুমোদন নিয়ে তারা বিজ্ঞাপনে ইউনিভার্সিটি শব্দটি ব্যবহার করছে এবং এলএলবিসহ বিভিন্ন বিষয়ে ডিগ্রি দিচ্ছে। দেশের বিভিন্ন বেসরকারি ইউনিভার্সিটি এবং বিদেশি ইউনিভার্সিটির শাখাগুলো ইউজিসির অনুমোদন ছাড়াই কার্যক্রম চালাচ্ছিল। জানা যায়, ২০০৬ সালে এসব ইউনিভার্সিটির একটি তালিকা তৈরি করেছিল ইউজিসি। কিন্তু রাজনৈতিক কারণে তখন কোনো কঠোর সিদ্ধান্তে আসতে পারেনি কমিশন।